Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-III, January 2018, Page No. 71-77
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মানবতাবাদ ও স্বামী বি-বকানন্দ

Dr.Sujit Kumar Mondal
Assistant Professor of Philosophy, Bolpur College, West Bengal, India

Abstract

Swami Vivekananda was the greatest social Reformar of India. He wanted to eliminate all the social evils of the society which are major obstacles for the mankind. These social evils are poverty in general, untouchability, illiteracy, intolerance, religious superstitions etc. He always pleaded for the harmony and good relationship. Swami Vivekananda dedicated himself to society; his aim was to serve to the common people. He said, through education, we should gradually reach the idea of universal brotherhood. He believes that all evils may be conquered by love which is real, living force of mankind. In this short discourse, I would like to highlight Vivekanada's philosophical realization towards the mankind and his ideology of sevā dharma (service for the mankind).

উনবিংশ শতাব্দী-ত ভারতব-র্ষ ধর্ম আন্দল-নর মধ্য দি-য় -য নবজাগর-নর সূচনা হ-য়ছিল বি-বকানন্দ ছি-লন তার পথপ্রদর্শক। ভারতব-র্ষ তখন অরাজকতা চর-ম উ-ঠছিল। মূল্য-বা-ধর অভাব, -শাষন, অত্যাচার, ধনী-গরী-বর বৈষম্য সমাজ-ক দুষিত ক-র তু-লছিল, আর তখনই বি-বকান-ন্দর আবির্ভাব ঘ-টছিল ,তিনি সমা-জর এই অরাজগতা দূর কর-ত এগি-য় এ-লন। তাঁর ধর্ম ও আধ্যাত্মিক -চতনার মূ-ল ছিল মানবকল্যান। তিনি মানবতা-ক হাতিয়ার ক-র জীবন ও ক-র্মর মিলন ঘটি-য়ছিল। মানুষ-ক অন্ধকার -থ-ক আ-লায় পথ -দখি-য়ছি-লন। বি-বকান-ন্দর ম-ত, মানবধ-র্মর আদর্শ নিহিত আ-ছ ত্যাগ ও -সবার ম-ধ্য। সক-লর হি-তর ম-ধ্যই মানবতার মূল মন্ত্র এই আদর্শ-ক সাম-ন -র-খ মানবধ-র্ম দীক্ষিত হ-ত হ-ব। বি-বকান-ন্দর জীব-নর মূল ব্রতই ছিল মানু-ষর -সবা করা।

অদ্বৈত-বদা-ন্ত বলা হ-য়-ছ 'জী-বাব্রহ্মৈবনাপরঃ' জীব হল ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয়। শ্রীরামকৃ-ষ্ণর ম-ত জীব মাত্রই ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্মের সাকার অভিব্যাক্তি। ''যত্র জীব তত্র শিব'' অতএব জীবের সেবা হলো ঈশ্ব-রর -সবা। তিনি সর্বজী-ব সর্ববস্তু-ত ঈশ্ব-রর অস্তিত্ব অনুভব ক-রছি-লন। বি-বকানন্দ তাঁর মানবতাবাদী দর্শ-ন শ্রীরামকৃ-ষ্ণর জী-বর -সবার আদর্শ-ক ব্যবহার ক-রছি-লন, শ্রীরামকৃ-ষ্ণর আদর্শ-ক সারা বি-শ্ব প্রচার ক-রছি-লন। প্র-ত্যক জী-বর ম-ধ্য ব্রহ্ম বর্তমান অতএব জীব-ক -সবা করাই হ-লা ব্রহ্ম-ক -সবা করা। শ্রীরামকৃ-ষ্ণর এই মহান আদর্শ-ক সাম-ন -র-খ তিনি -ঘাষণা ক-রছি-লন ----

''বহুরূ–প সম্মু-খ -তামার ছাড়ি -কাথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জী-ব -প্রম ক-র -যই জন -সই জন -সবি-ছ ঈশ্বর।''

এই অ-মাঘ বানীর আ-লা-ক বি-বকানন্দ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব-বাধ প্রতিষ্ঠা কর-ত -চ-য়ছি-লন। শ্রীচৈতন্য-দব সর্বজী-ব দয়ার কথা ব-ল-ছন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বি-বকানন্দ-ক শিখি-য় ছি-লন জী-ব দয়া নয়, 'শিব জ্ঞানে জীব -সবা' কর-ত হ-ব। বি-বকানন্দ মানবতাবাদী জীবনদর্শন লাভ ক-রছি-লন পরম -প্রমময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থেকে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সমাজ সংস্কারের জন্য যেমন জ্ঞানের দরকার -তমনি দরকার মানু-ষর প্রতি -প্রম, দরকার মানু-ষর প্রতি দরদ। মানু-ষর -চ-য় বড় আর কিছু হয় না। যথার্থ ভা-ব বাঁচ-ত হ-ল মানুষ-ক শ্রদ্ধা কর-ত হ-ব ধণী-গরীব নির্বি-শ-ষ। -প্রম ও -সবার মাধ্যা-ম শ্রদ্ধা-ক সার্থক করে তুলতে হবে। শুধুমাত্র আত্মপোলব্ধি নয়, সকলকে অন্যের জীবনের সাথে নিজের জীবনকে মিশি-য় দি-ত হ-ব। তিনি জাগতিক -ভাগবিলাস -থ-ক নি-জ-ক সরি-য় -র-খ সাধারন জীবন যাপন কর-তন, তিনি দরিদ্র, নিপীড়িত, থেকে শুরু করে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, দুর্দশার মধ্যে নিরিহ জনসাধরণ পদদলিত হয়ে আছে। অথচ দেশ তথা জাতির মেরুদণ্ড ছিলেন এরাই, তিনি ভেবেছিলেন যদি এই মানুষ গুলোকে জাগানো না যায়, এদের যদি আপনজন না ভাবা হয় তাহ-ল -দশ কখ-না জাগা-ত পা-র না। বি-বকানন্দ বল-তন -- -তামার জীবন সক-লর জন্য, তুমি নি-জর জন্য জন্ম গ্রহন ক-রানি। দরিদ্র, নিপীড়িত মানু-ষর জন্য নি-জ-ক নি-য়াজিত ক-রা। বি-বকানন্দ নিজেকে ছাড়িয়ে সবসময় অপরের সেবায়, অপরের মঙ্গলে, অপরের ভালবাসায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে ব-ল-ছন। অপ-রর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, মমত্ব-বা-ধর মূ-ল র-য়-ছ সমত্বভাবনা ও একত্বভাবনা। আমরা সবাই সমান এবং প্রত্যেকে আমরা এক ও অদ্বয় পরম ব্রহ্মের প্রকাশ মাত্র। অপরকে ভালবাসার কারণ অপর ব-ল -কউ -নই। আমি ও অপর সক-লই এক। অপর-ক ভালবাসা মা-নই নি-জ-ক ভালবাসা। আমার ও অপ-রর ম-ধ্য -কান বিভাজন বি-বকান-ন্দর দৃষ্টি-ত ধরা পরে নি। তাঁর মর্মবানী, তাঁর উদাত্ত আহ্বান, মুচি--মথর--ডাম, হতদরিদ্র সক-লর ম-ধ্যই 'নারায়ণ' বিরাজ কর-ছ ---- এই নর-রূপি নারায়ণ-ক অন্তর দিয়ে ভালবাসতে না পরলে আমাদের উত্তরণের অবকাশ নেই। মানুষের জন্য যাদের প্রান কাঁদে না, যারা মানুষ-ক ভালবাস-ত পা-র না, যারা শুধু অস্পৃশ্যতা সংকীর্ণতা -ভদা-ভ-দর সূচনা ক-র তারা আবার কি-শর মানুষ। স্বার্থ ও সংকীর্ণতার গন্ডী অতিক্রম করে প্রতিটি জীবের মধ্যে শিবের অবস্থিতি ও উপলব্ধি করাই মানবজীব-নর পরম আদর্শ হওয়া উচিৎ। বি-দ-শ ধর্মপ্রচার কালীন তিনি উপলব্ধি ক-রছি-লন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিচালিত সঙ্গবদ্ধ মানবকল্যানের রুপটি। অন্যদি-ক -দ-শর গরীব-দঃখী-দর দুর্দশা তাঁকে মর্মাহিত করেছিল। ফলে দেশে ফিরে এসে পরম গুরু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে গঠন কর-লন 'রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন'।

এই ধর্মসংঘের উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ ধর্মচারণ ও সমাজের কল্যান সাধন। মানবসেবাতে সাম্য, মৈত্রী, ও ভ্রাতৃ-ত্বর আদর্শকে পুনরজ্জীবিত করাই ছিল স্বামিজীর লক্ষ্য। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ধর্মের ভিত্তি হ-লা -সবাধর্ম। তাঁর কা-ছ নিস্কাম -সবাধর্মই জীব-নর পরম আদর্শ।

বি-বকানন্দ সকল-ক মানুষ হ-ত ব-লছি-লন। এখন প্রশ্ন করা -য-ত পা-র আমরা -তা মানুষই। তিনি ব-ল-ছন আমরা সত্যিই মানুষ কিন্তু আমরা শরীরগত দিক -থ-ক মানুষ, কিন্তু ব্যবহারিক দিক -থ-ক আমরা সত্যই মানুষ? আমরা -বশিরভাগ মানুষই মানু-ষর ম-ধ্য পড়ি না। প্রশ্ন হ-ত পা-র তাহ-ল আমরা মানুষ হ-বা কি ভা-ব? তিনি ব-ল-ছন ধ-র্মর সাহা-য্য। তিনি ধর্ম বল-ত -কান প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম-ক -বাঝাননি। ধর্ম হ-লা সাধানা। তাঁর ম-ত ধর্ম হল তাই যা পশু-ক মানু-ষ রুপান্তরিত ক-র এবং মানুষ-ক -দবতা ক-র। আমরা অ-ন-কই মানুষরুপি পশু। ধর্ম মানু-ষর এই পশুত্ব-ক বিনাস ক-র। ধর্ম বল-ত তিনি

মানবতা-ক বুঝি-য়-ছন। সৎমানুষ হওয়া এবং সৎ কর্ম করাই হল ধর্ম। আমাদের ভেতর যে সহজাত শক্তি আছে, তার প্রকাশ ঘটানই ধর্ম। আমাদের প্রত্যেকের ভিতর অব্যক্ত ঈশ্বর বর্তমান। এই অব্যক্ত ঈশ্বরকে প্রকাশিত করাই হল মানু-ষর সাধনা।

রবীন্দ্রনাথ ধর্ম বল-ত মানুষ্যত্ব-কই বুঝি-য়-ছন। মনুষ্য-ত্বর সাধনা ছিল রবীন্দ্রনা-থর জীব-নর লক্ষ্য। এই সাধনা -দশ, কাল বা -কান ধ-র্মর গন্ডি-ত -থ-ম থা-কনি। তাঁর এই জীবন সাধনার কথা তাঁর বিভিন্ন রচনায় বার বার ফু-ট উ-ঠ-ছ। সকল মানু-ষর ম-ধ্যই এমন একটি বিশিষ্টতা আ-ছ যার সার অংশ দি-য় দেশে দেশে, কালে কালে একটি মানবসত্তা গঠিত হয়। আপন জীবনসত্তার নিত্যদিনের প্রয়োজ-নর সীমানা অতিক্রম করে সেই মানবসত্তার উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয় মানুষ। যদি উপলব্ধিতে একদেশদর্শিতার সংকীর্ণতা থা-ক তাহ-ল সাধনা সম্ভব হ-ব না। মানুষ জান-ত পার-ব না আপন আত্মা-ক বা আত্মার সত্য-ক। মানুষের নিজ সীমা অতিক্রম করার ক্ষমতা আছে বলে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে পারে এবং অপর মানু-ষর আত্মা-ক জানার জন্য উৎসাহী হয়। রবীন্দ্রনাথ ব-ল-ছন ''-য মানুষ আপনার আত্মার ম-ধ্য অ-ন্যর আত্মা-ক ও অ-ন্যর আত্মার ম-ধ্য আপনার আত্মা-ক জা-ন -সই জা-ন সত্য-ক।''[১] কারণ মানুষ শুধুমাত্র সত্য নয়, তার পরিবেশ তথা সারা বিশ্বকে নিয়েই তার পূর্ণ সত্য। মানুষের মধ্যে আরও একটা সত্তা আছে, সেই সত্তা সর্বদা বহির্বি-শ্বর আহ্বান শুন-ত পায়। -সই আহ্বান মানব আদ-র্শর আহ্বান। এই আহ্বান বিশ্ব মান-বর আহ্বান। বিশ্ব মান-বর ধ-র্ম দীক্ষা -নওয়ার আহ্বান। ইতিহাস ব-ল মানুষ আ-ত্মাপলব্ধির দ্বারা বাহির -থ-ক অন্ত-রর দি-ক আপনা আপনি এ-স-ছ। এই অন্ত-রর দি-ক আ-ছ বিশ্ব-মানবতা। কঠিন পথ অতিক্রম করে পৌঁছাতে হয় এই বিশ্বমানব-লা-ক। এই বিশ্বমানব-লা-ক -পাঁছা-নার সাধনাটাই রবীন্দ্রনা-থর কা-ছ ধর্ম-সাধনা। বিশ্বসত্তা সর্বদা বহির্বিশ্বের আহ্বান শুনতে পায়। সে আহ্বান হলো মানব আদর্শের আহ্বান। সে আহ্বান ইচ্ছাপূরণের আহ্বান। এই আহ্বান মানুষকে সকল মানুষের অন্তরসত্তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উদগ্রীব। এই আহ্বান হ-লা বিশ্বমান-বর আহ্বান। মানু-ষর ধ-র্ম দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান। বিশ্বসত্তাতেই মানুষের পূর্ণ প্রকাশ।

তিনি মনে করতেন মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ দৈহিক প্রকৃতিকে অতিক্রম করা। আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কাজই হল সকলের মধ্যে নিজেকে অনুভব করা, সকলের মঙ্গল সাধন করা, জগতের সঙ্গে নি-জ-ক একাত্ম ক-র ভাবা। আধ্যাত্মিক প্রকৃতিই হল মানু-ষর যথার্থ স্বরূপ। তিনি মানু-ষর যথার্থ স্বরূ-পর কথা বল-ত গি-য় ব-ল-ছন ''যাহার জীবন বিশ্বব্যাপী, তিনি জীবিত; আর যতই আমরা আমা-দর জীবন-ক শরীররূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ পদা-র্থ -কন্দ্রীভূত করি, ততই আমরা মৃত্যুর দি-ক অগ্রসর হই। আমা-দর জীবন যতক্ষণ সমগ্র জগ-ত ব্যাপ্ত থা-ক, যতক্ষণ উহা অপ-রর ম-ধ্য ব্যাপ্ত থা-ক, ততক্ষণই আমরা জীবিত, আর এই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ জীবন-যাপনই মৃত্যু এবং এই জন্যই আমা-দর মৃত্যুভয় -দখা -দয়। মৃত্যুভয় তখনই জয় করা যাই-ত পা-র, যখন মানুষ উপলব্ধি ক-র -য, যতদিন এই জগ-ত একটি জীবনও রহিয়া-ছ, ততদিন -সও জীবিত। এরূপ উপলব্ধি হই-ল মানুষ বলি-ত পা-র : আমি সকল বস্তু-ত সকল -দ-হ বর্তমান; সকল জী-বর ম-ধ্য আমি বর্তমান। আমিই এই জগৎ, সমুদয় জগৎই আমার শরীর।''[২]

তিনি আধ্যাত্মিক প্রকৃতি-ক 'আত্মা' না-ম অভিহিত ক-র-ছন। আত্মা-ক তিনি ব্যাখ্যা ক-র-ছন গীতা-ক সাম-ন -র-খ। তিনি 'আত্মা'র ব্যাখ্যা দি-য়-ছন এই ভা-ব - আত্মার জন্ম -নই, মৃত্যু -নই, আত্মাকে অস্ত্র দিয়ে খণ্ড খণ্ড করা যায় না, আগুনের দ্বারা দগ্ধ করা যায় না, জলে সিক্ত করা যায় না।

আত্মা অনাদি, অনন্ত, কালহীন, সর্বময় কর্তা। বৈদান্তি-কর মত বি-বকানন্দ মানু-ষর যথার্থ প্রকৃতি বা আত্মা-ক 'ব্রহ্ম' ব-ল স্বীকার ক-র-ছন।[৩]

-বদা-ন্ত আত্মা ও ব্রহ্ম-ক অভিন্ন বলা হ-য়-ছ। তিনি বৈদান্তি-কর ম-তা আত্মা ও ব্রহ্ম-ক অভিন্ন বলে মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থে বলেছেন ''...মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সেই এক অনন্ত ও সর্বব্যাপী, আর এই ব্যবহারিক জীব মানুষের প্রকৃত স্বরূপের সীমাবদ্ধ ভাবমাত্র। এই হিসাবে পূর্বোক্ত -পৌরাণিক তত্ত্বগুলিও সত্য হইতে পারে যে, ব্যবহারিক জীব যত বড় হউক না কেন, তিনি মানুষের ঐ অতিন্দ্রিয় প্রকৃত স্বরূপের অস্ফুট প্রতিবিম্ব মাত্র। অতএব মানু-ষর প্রকৃত স্বরূপ 'আত্মা'-কার্যকার-ণর অতীত বলিয়া, -দশ-কালের অতীত বলিয়া অবশ্যই মুক্তস্বভাব। তিনি কখনও বদ্ধ ছিলেন না, তাঁহাকে বদ্ধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। এই ব্যবহারিক জীব, এই প্রতিবিম্ব -দশ-কাল-নিমিত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সুতরাং তিনি বদ্ধ। অথবা আমা-দর -কান -কান দার্শনি-কর ভাষায় বলি-ত -গ-ল বলি-ত হয়, '-বাধ হয় - তিনি বদ্ধ হইয়া রহিয়া-ছন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বদ্ধ নন'। আমা-দর আত্মার ভিত-র যথার্থ সত্য এইটুকু - এই সর্বব্যাপী অনন্ত চৈতন্য স্বভাব; উহাই আমা-দর স্বভাব - -চষ্টা করিয়া আর আমাদিগ-ক এরূপ হই-ত হয় না। প্র-ত্যক আত্মাই অনন্ত।''[৪]

বিবেকানন্দ 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থে বলেছেন - ''আত্মা অনন্ত। পরিবর্তন -কবল সসীম বস্তু-তই সম্ভব। অন-ন্তর -কানরূপ পরিবর্তন হওয়া -অসম্ভব কথা। তা কখনও হ-ত পা-র না। শরীর -হিসা-ব তুমি আমি একস্থান -থ-ক অন্যস্থা-ন -য-ত পারি, জগ-তর প্র-ত্যক অণুপরমাণুই সদা-পরিবর্তনশীল; কিন্তু জগৎ-ক সমষ্টিরূপ ধরলে উহাতে গতি বা পরিবর্তন অসম্ভব। গতি সর্বত্রই আপেক্ষিক। তুমি বা আমি কখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাই, তা অপর একটি স্থির বস্তুর সঙ্গে তুলনায় বুঝতে হবে। জগতের কোন পরমাণু অন্য একটি পরমাণুর তুলনায় পরিবর্তিত হ-ত পা-র। কিন্তু সমস্ত জগৎ-ক সমষ্টিগতভা-ব ধর-ল কার সঙ্গে তুলনায় তা স্থান পরিবর্তন করবে? ঐ সমষ্টির অতিরিক্ত তো আর কিছু নেই। সুতরাং এই অনন্ত 'একমেবদ্বিতীয়ম্' অপরিণামী অচল এবং পূর্ণ, এটিই হচ্ছে পারমার্থিক সত্তা, এটিই যথার্থ সত্তা, সুতরাং সর্বব্যাপী অনন্তই সত্য, শান্ত সসীম সত্য নয়।''[৫]

বেদান্তের সঙ্গে বিবেকানন্দের দার্শনিক ভাবনার অমিল এখানেই যে, তিনি সসীম দিকটাকে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা বলেননি। মানুষ অজ্ঞভাবে যতক্ষণ দেহরূপকে বিশ্বাস করবে, আত্মার বহুত্বে বিশ্বাস করবে ততক্ষণই তার কাছে এইদিকগুলির সত্যতা থাকবে। যখন মানুষ জৈবিক প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করতে পার-ব তখনই মানু-ষর প্রকৃত স্বরূ-পর প্রকাশ ঘট-ব।

বি-বকান-ন্দর ম-ত, আত্মার মৌল সত্তা হল স্বাধীনতা। সেই জন্য আত্মার বন্ধন বলে কিছু নেই। বন্ধন আস-ল বাহ্যিক। এখা-ন প্রশ্ন -তালা যায় আত্মা-ক যদি -দ-হর ম-ধ্য বন্দী রাখা হয় তাহ-ল আত্মার লক্ষ্য কি হবে? উত্তর হবে সম্ভবত মুক্তি। বর্তমানে মানুষ বদ্ধ অবস্থায় আছে, কিন্তু এটি মানুষের স্বভাব নয়। বদ্ধ অবস্থার মধ্যে দিয়েই আত্মা মুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং যতদিন না আত্মা অসীম মুক্ত স্বভাব লাভ করছে, ততদিন পর্যন্ত সে খান্ত হবে না। আমরা নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে জীবনে অভিজ্ঞতা অর্জন করি এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দি-য়ই আত্মা সমস্ত বন্ধ ছিন্ন ক-র নি-জর পূর্ণস্বরূপ-ক প্রকাশ ক-র।

বি-বকানন্দ ছি-লন প্রকৃত সমাজসংস্কারক। তিনি সমাজ ভাঙ-ত আ-সননি এ-সছি-লন গড়-ত।তিনি নতুন মানুষ ও নতুন সমাজ গড়-ত -চ-য়ছি-লন। তিনি বল-তন -য ধর্ম মানু-ষর -চা-খর জল -ঘাচা-ত পা-র না, -য ধর্ম মানুষ-ক -দবতার আস-ন অধিষ্ঠিত কর-ত পা-রনা, -সই ধ-র্মর মহানতা -কাথায়? -সই ধর্ম সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি ধর্মের মধ্যেই রক্ত-মাং-স গড়া সাধারণ মানুষ-ক খুঁজেছেন, মানুষকেই তিনি ঈশ্বরূপে গ্রহণ করেছেন। দরিদ্র, নিপীড়িত, অভুক্ত মানুষগণই তাঁর কাছে ঈশ্বর মানবতাই তাঁর কা-ছ ধর্ম। বি-বকানন্দ ধর্ম-ক মানবকল্যা-নর উৎস হিসা-ব -দ-খ-ছন ধর্ম প্রকাশ পায় সৎ আচরনে, ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধতায়। তিনি বলেন ''পরোপকারই ধর্ম পরপীরণই পাপ। শক্তি ও সাহসীকতাই ধর্ম, দূর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, অপর-ক ঘৃনা করাই পাপ। ঈশ্ব-র ও নি-জ আত্মা-ত বিশ্বাসই ধর্ম, স-ন্দহই পাপ। অ-ভদ দর্শনই ধর্ম, -ভদ দশাই পাপ।[৬]

এই মানবধর্ম প্রতিষ্টার জন্য তিনি সমস্ত কিছু ত্যাগ কর-ত প্রস্তুত ছি-লন। তিনি ব-ল-ছন প-রর উপকার কর-ল পক্ষান্ত-র নি-জর-ই উপকার হয়, তুমি যাকে সেবা করছো, তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত কারণ -স -তামা-ক -সবা করার সু-যাগ ক-র দি-য়-ছ। তিনি ব-ল-ছন নিষ্কামক-র্মর মাধ্য-মই সাধারণ মানুষ দেবত্ব শক্তিতে রুপান্তরিত হয় এবং হিংসায় পরিপূর্ণ এই সংসার স্বর্গে পরিণত হয়। তিনি বলে-ছন -গরুয়া -পাশাক পড়-লই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সাধারণত যারা সংসার ধর্ম ত্যাগ ক-র অধ্যাত্মসাধনায় মগ্ন থা-কন তারাই সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসীরা সমাজ-ক বর্জন ক-র নি-জর সাধানায় আত্মনি-য়াগ ক-র। কিন্তু বি-বকান-ন্দর সন্ন্যাস হ-লা সংসার ধর্ম ত্যাগ ক-র ও সমাজ -থ-ক বিচ্ছিন্ন না হাওয়া। সমাজ-সবা-ক সাধারন অঙ্গ হিসাবে দেখা। তিনি বলেছেন মানজাতীর কল্যানের জন্য নিজেকে নিয়োয়িত করায় নামই হল সন্ন্যাস। তিনি সমগ্র মানবজাতীর ম-ধ্য ছড়ি-য় দি-য়ছি-লন -প্রম ও ভ্রাতৃ-ত্বর বীজমন্ত্র। তিনি সংকীর্ণতার বেড়াজাল অতিক্রম করে মানুষ মানুষের পাসে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিবেকানন্দ প্রথম ব্যক্তি যিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবায় মধ্য দিয়ে জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন। মানুষ তাঁর সংস্পর্শে এসে বেঁচে থাকার -প্ররণা -প-য়-ছ।

বি-বকান-ন্দর কা-ছ মানুষই ছিল উপাস্য -দবতা। তাঁর অভয় বানী দরিদ্র, নিপীড়িত, মানুষ-দর অভয় দি-য়-ছ। অদ্বৈত-বদা-ন্ত বলা হ-য়-ছ সকল মানুষ এক এবং সকল মানুষ সমান সু-যাগ, সুবিধা -ভাগ কর-ব। তিনি দরিদ্র, নিপীড়িতমানুষ-দর -সবা কর-লই ঈশ্ব-রর -সবা করা হ-ব। তাঁর কা-ছ মানব-সবাই ছিল ধর্মস্বরূপ। তাঁর ধর্ম -চতনার উৎস ছিল মানবকল্যান।তিনি ব-ল-ছন ''আমরা শুধু সব ধর্ম-ক সহ্যই করিনা সব ধর্ম-ক আমরা সত্য ব-ল বিশ্বাস করি। -য জাতি পৃথিবীর সব ধ-র্মর ও সব জাতির বিপীরিত ও আশ্রয় প্রার্থী মানুষকে চিরকাল আশ্রয় দিয়ে এসেছে, আমি সেই জাতির অন্তভূক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। পরধর্ম বা পরমতের প্রতি দ্বেষভাব শূন্য হলেই চলবেনা, আমাদের এ ধর্ম বা মতকে আলিঙ্গন করতে হবে, সত্যই সকল ধর্মরে ভিত্তি''[৭]। রবীন্দ্রনা-থর কা-ছ 'ধর্ম' -কান আচার-অনুষ্ঠান নয়। তাঁর ম-ত ধর্ম হচ্ছে মানুষের গুন, যে গুন মানব সভ্যতাকে গঠন করে, এই গুনকেই 'ধর্ম' বলে উল্লখ করেছেন। এই গুনটি হলো 'মনুষ্যত্ব'। তিনি মানবিকতাকে ধর্মের উপর আরোপ করে সমাজকে গঠন করার কথা ব-ল-ছন, তাঁর ম-ত ধ-র্মর ধারনা হ-লা মনুষ্য-ত্বর -চতনা-ক উপলব্ধি করা। আমরা যখন নি-জর ম-ধ্য দি-য় জগ-তর সকল মানুষ-ক উপলব্ধি কর-ত পার-বা তখনি হ-ব প্রকৃত অ-র্থ ধ-র্মর সাধনা।

বিবেকানন্দ মনে করতেন ধর্ম মানুষের সুন্দর সর্বাঙ্গীন জীবনের পথ প্রশস্ত করতে পারে। যদিও এই ধর্ম পাল-নর জন্য মন্দির, মসজিদ বা গীর্জা-ত য়াওয়ার দরকার -নই। তিনি ম-ন কর-তন হতদরিদ্র, মুচি-ম্যাথর সকল -শ্রণীর মানু-ষর ম-ধ্যই ঈশ্বর বিরাজ কর-ছন। তাঁর কা-ছ মানুষই ঈশ্বর। তিনি ম-ন কর-তন ঈশ্ব-রর জন্য মানুষ নয়, মানু-ষর জন্যই ধর্ম, ধ-র্মর জন্য মানুষ নয়। ধ-র্মর অজুহা-ত বি-ভদ সৃষ্টি নয়। ধ-র্মর না-ম সমগ্র মানব জাতি-ক কা-ছ -ট-ন -নওয়ায় প্রকৃত ধর্ম। ধর্ম-ক মানব কল্যা-নর উৎস হিসা-ব দেখতে হবে। একমাত্র ধর্মই পারে মানুষকে দেবত্বের আসন পাইয়ে দিতে। এ ধর্ম গোষ্ঠীবদ্ধ কতকগুলি মানুষের ধর্ম নয়। এ ধর্ম গোষ্ঠীবদ্ধতার গন্ডীকে অতিক্রম করে এক ঐক্যসূত্রে বেঁধে রাখার ধর্ম।

বি-বকান-ন্দর ম-ত সকল মানুষই একই স্রষ্টার সৃষ্টি। তিনি বিশ্বাস কর-তন -দ-শর মানুষ-দর -সবা দি-য়ই শুরু কর-ত হ-ব বিশ্ববাসীর -সবা। তিনি -চ-য়ছি-লন -দ-শ এমন মানুষ গ-ড় উঠুক, যারা ত্যা-গর ক্ষেত্রে উন্নত চরিত্রে দীক্ষিত হয়ে মানব জাতির সেবা করবে। তিনি প্রেম-ঐক্য-ত্যাগ-কর্মদ্যম ও সংক-ল্পর মাধ্য-ম এক জীবন দর্শন তৈরি ক-র মানবজাতির সাম-ন উপস্থিত ক-রছি-লন। তিনি -চ-য়ছি-লন এই জীবন দর্শ-নর মাধ্য-ম জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বি-শ-ষ মানবজাতির -সবা কর-ত। বি-বকান-ন্দর এই জীবন দর্শন -দ-শর দি-শহারা মানুষগ-ণর সঠিক পথ প্রদর্শন কর-ব ও শান্তির সন্ধান দি-ত সক্ষম হ-ব। বি-বকানন্দ সর্বদা মানবতার জয়গান -গ-য়-ছন। তাঁর ম-ত মানবতা ও -সবাধর্ম এ-ক অপ-রর পরিপূরক। -সবার ম-ধ্য দি-য়ই মানবতার উচ্চশিখ-র আ-রাহন করা যায়। মানবতা ও -সবাধর্ম-র প্রচার, প্রসার ও ব্যাপ্তি -দ-শর এ প্রান্ত -থ-ক ও প্রা-ন্ত, -দশ -থ-ক -দশান্ত-র ছড়ি-য় দি-ত হ-ব। বি-বকান-ন্দর এই মর্মবানী মানু-ষর হৃদ-য় গেঁথে যাক, কণ্ঠে উচ্চারিত হোক এবং কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হোক।

তথ্যসূত্র :

১। মানু-ষর ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬২১
২। জ্ঞানযোগ, স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ২৮ -২৯।
৩। ঐ, পৃষ্ঠা-৪৬।
৪। ঐ,পৃষ্ঠা- ২৬-২৭
৫। ঐ, পৃষ্ঠা-২৭-২৮।
৬। আমার ভারত অমর ভারত, স্বামী বি-বকানন্দ, পৃষ্ঠা-৯০
৭। ঐ, পৃষ্ঠা-৮৬

সহায়ক গ্রন্থ :

১. চিন্তানায়ক বি-বকানন্দ - সম্পাদক স্বামী -লা-কশ্বরানন্দ - রামকৃষ্ণ মিশন, ইনস্টিটিউট অব কালচার, -গালপার্ক - কলি - ২৯।
২. স্বামীজী প্রসঙ্গে - পীযুষকান্তি চ্যাটার্জ্জী, রহড়া, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, (১৩৭৮)।
৩. বি-বকানন্দ ও সমকালীন ভারত - শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
৪. বীর সন্ন্যাসী বি-বকানন্দ - -মাহিতলাল মজুমদার -জনা-রল প্রিন্টার্স অ্যন্ড পাবলিশার্স প্রাই-ভট লিমি-টড, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ (১৩৬৯)।
৫. শাশ্বত বি-বকানন্দ, নিমাইসাধন বসু, আনন্দ পাব-লাশার্স ।

৬. স্বামী বিবেকানন্দ, জ্ঞানযোগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৩৮তম পুনমুদ্রণ-২০১০।
৭. মানবধর্ম ও বাংলা কা-ব্য মধ্যযুগ, অরবিন্দ, -পাদ্দার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ - ১৯৯৯।
8. The Philosophy of Vivekananda and the Future Man, , Govinda Chandra Dev, Ramkrishna Mission, Dacca, Pakisthan, 1963. .
9. Understanding Vivekananda, Amiya Kumar, Mazumdar, Sanskrit Pustak Bhandar, Kolkata, 1973.
10. Man the Known and Man the Unknown, Swami, Ranganathananda, Ramkrishna Math, Chennai, 2006.
11. The Philosophy of Swami Vivekananda, Pradip Kumar Sengupta (Editor) Progressive Publishers, Kolkata, Reprint-2012.